দৈনিক বাংলা

040

02 APR 1988

6

বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ পরিবেশ

(১ম পৃঃ পর)

ভাষণে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাকামী সকল দলের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ঐকমতের আহ্বান জানান।

গতকাল কলাভবনের পশ্চিম পাশের সবুজ চত্বরে আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস '৮৮ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ ক্যাম্পাসে আগত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন ও প্রবীণ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানান। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় বিএনসিসি, রেঞ্জার্স, স্কাউট্স ও রোভার দলের এক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। ভাইস-চ্যান্সেলর কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, র‍্যাগ ডে'র পরিবর্তে ১৯৮৩ সালের ৮ই জানুয়ারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, জাতীয় পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানের বর্ণাঢ্য ভূমিকা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে এ ধরনের একটি বিশাল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব নয়।

সেসনজটকে উচ্চশিক্ষা বিকাশের এক বড় অন্তরায় হিসাবে উল্লেখ করে ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন, সেশনজটের আবর্তে পড়ে আমরা হারাতে বসেছি একটি পুরো প্রজন্মকে। তিনি জানানঃ ১৯৮০ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সাড়ে ৭ বছর সময়ের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। এর মধ্যে প্রায় দেড় বছর বন্ধ ছিল একেবারেই অনভিপ্রেত কারণে। তিনি বলেন, কখনো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে সরকারের আকস্মিক ঘোষণায়, কখনো ধর্মঘটের কারণে আবার কখনো সন্ত্রাসের মুখে সিন্ডিকেট বাধ্য হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে। ফলে ওলট-পালট হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিকল্পনা, অসম্ভব হয়ে পড়েছে নিয়মিত ক্লাস নেয়া, পরীক্ষা পরিচালনা করা প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে ভিসি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের সূচনা ঘটে ষাটের দশকে। স্বাধীনতার পর আশা ছিল সন্ত্রাস আর স্থান পাবে না। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। সত্তুরের দশকের সন্ত্রাস আশির দশকে এসে বিস্তৃত হল ভয়াবহরূপে। ফলে দূষিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ, হুমকির সম্মুখীন হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী। তিনি আরও বলেন, এভাবে ছাত্রছাত্রীরা যখন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত, তখন গত বছরের মাঝামাঝিতে সন্ত্রাস নিল আরো ভয়ালরূপ। এ পরিস্থিতি কারো কাংক্ষিত ছিল না। বরঞ্চ সকল বিবেকবান বেদনাক্লান্ত মানুষ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যে, এর প্রতিবিধান করতে না পারলে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই নয়, দেশের উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামোটাই ভেংগে পড়তে পারে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সন্তোষজনক উল্লেখ করে প্রফেসর মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃংখলামূলক কিছু পদক্ষেপ নেয়ার পর বর্তমানে ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে শান্ত পরিবেশ। তিনি জানান, গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয় 'ঢাকা বিশ্ব-

সামনে নতুন আশার আলো প্রজ্বলিত করতে এবং ক্রমশ তার অনুসরণে এগিয়ে আসছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়। এ প্রসংগে তিনি আরও জানানঃ গত দু'বছর ধরে একুশে ফেব্রুয়ারী পালনে কোন বিশৃংখলা ঘটেনি, দলীয় স্লোগান ও প্রতিকৃতি টানানোর প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ হয়নি।

ভাইস-চ্যান্সেলর উচ্চ শিক্ষায় সীট সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেন, উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ও অন্ততঃ দুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো চারটি বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খোলা দরকার। তিনি শিক্ষা পদ্ধতিতে কারিগরি ও পেশাজীবী শিক্ষা, প্রি-মেডিক্যাল, প্রি-প্রকৌশল ও প্রি-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নতুন পাঠক্রম প্রণয়নের সুপারিশ করেন।

নেকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীর্ণ-ভবনসমূহ ধসে পড়ার আশংকা প্রকাশ করে প্রফেসর মান্নান বলেন, জীর্ণ ভবনগুলো সংস্কার করার জন্যে ১১ কোটি ৬৫ লাখ টাকার একটি স্কীম মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। তিনি জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার মত যাতে আর কোন দুর্ঘটনায় পড়তে না হয়, সেজন্যে এই স্কীমটি পুরো বাস্তবায়নে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক বলেন, উচ্চ শিক্ষার মূল লক্ষ্য নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান চর্চা, মুক্তবুদ্ধি ও সৃজনী চিন্তার লালন, গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন। বর্তমান প্রতিকূল পরিবেশে এ লক্ষ্যগুলো আজ বিপন্ন। আগামীতে যারা নেতৃত্ব দেবে তাদের প্রশিক্ষণের গুণগত মান যেমন ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তেমনি জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জন্যে সৃজনী প্রতিভা বিকাশের পথও হচ্ছে রুদ্ধ। এর ফলে দারিদ্র, বেকারত্ব, ক্রমেই আরো জটিল ও প্রকট হয়ে জাতির জন্যে এক বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

প্রফেসর হক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, সমস্যাগুলি যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সংগে সম্পৃক্ত তেমনি অনেকগুলো কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের। তিনি এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে সমস্যাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে ইতিহাস, সমাজ রাজনীতি, অর্থনীতির দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

প্রফেসর শামসুল হক আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান বিরাজমান সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন যেহেতু সমস্যাগুলির মূল কারণ ক্যাম্পাস বহির্ভূত এবং সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংগে জড়িত কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের প্রভাবশালী দলগুলির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা দরকার।

প্রো-ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ তাঁর ধন্যবাদ বক্তৃতায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে আজ সকল মহলের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এ অবস্থা অব্যাহত রাখার অংগীকার ব্যক্ত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পাস

(১ম পৃঃ পর)

ছাত্রী, অভিভাবক এবং অভ্যাগতদের জন্য গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত ছিল।

করিডোর ও ডিপার্টমেন্টে অনেক পুরনো ছাত্র-ছাত্রীকে ভিড় জমাতে দেখা গেছে। হারানো দিনের সাথীদের খুঁজে বেরিয়েছেন অনেকে।

গতকাল নেকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চমবারের মত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত হয়। গতকাল কলাভবনের পশ্চিম পাশের সবুজ চত্বরে বিএনসিসি, রোভার, স্কাউটস ও রেঞ্জার্স দলের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে দিবসটি সূচনা হয়। রং বেরং-এর বেলুন ও এক ঝাঁক কবুতর উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের সারা দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় ছিল চারুকলা ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী, পুস্তক, সাময়িক পত্রপত্রিকা ও দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপির প্রদর্শনী, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। টিএসসির সড়ক দ্বীপ, লন, সবুজ চত্বর, কলাভবন এলাকা, মধুর ক্যান্টিন, অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ, বটতলা ইত্যাদি স্থানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দর্শকদের বিপুল সমাগম হয়।

নেকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট ও আলোকচিত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে টিএসসিতে।

বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে দৈনিক বাংলার স্টাফ ফটোগ্রাফার কাজী রওনাক হোসেনের ছ'টি আলোকচিত্রের ক্যাপশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে ডালের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের মূলমঞ্চে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে নেকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল, এছাড়া ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীত এবং পথনাটকেরও আয়োজন দেখা যায়। রোকেয়া হলের সামনে মেয়েদের চটপটির দোকানে তিল ধারনের ঠাঁই ছিল না।

তবে এ বছর কিছু শিক্ষার্থীর অসন্তোষ ও মন্তব্য হলে হলে কিছু শিক্ষার্থীর রং ছিটাছিটি এবং রাতে মহিলা হলের পাশ গিয়ে হৈচৈ করা পূর্বের র‍্যাগডে অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।